এপ্রিল ২০১৩

CONNEXION

steering telecom ahead

বাংলাদেশের পরিবর্তনের বাহক

মোবাইল ফোন যাত্রার ২০ বছর

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

airtel | banglalink | Citycell | grameenphone | রবি | TeleTalk আমাদের ফোন

CONNEXION

এমটব-এর মাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০১, খণ্ড ০১

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে	০১
চেয়ারম্যান-এর বার্তা	০২
অভিনন্দন বার্তা	০৩
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন: বাংলাদেশের পরিবর্তনের বাহক	০৫
মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর অবদান	০৭
দৃষ্টিকোণ	০৯
জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পর্যালোচনা: একটি পরিপূর্ণ রোডম্যাপের সন্ধানে	১১
টেলিটকের থ্রিজি অভিজ্ঞতা	১২
সিএসআর কার্যক্রমঃ গ্রামীণফোনের পরীক্ষামূলক "অনলাইন স্কুল"	১৩
বার্সেলোনা থেকে ফিরে: মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস-২০১৩	১৪
সংখ্যা ও বিশ্লেষণ	১৬
চিত্রাবলী	১৬

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

জাকিউল ইসলাম
রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডাইরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মাহমুদুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআরএল
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

সম্পাদকের টেবিল থেকে

সীমিত সম্পদের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ কখনও নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে পিছিয়ে থাকেনি। মোবাইল ফোন খাতে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিচার করলে বিশ্বের অনেক দেশেরই সমকক্ষ।

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ২০ বছর পূর্বে চালু হওয়া মোবাইল ফোন খাতের অবদান ব্যাপক। এই খাত সরকারি কোষাগারে রাজস্ব প্রদানের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রেও সর্বপ্রথমে রয়েছে। এছাড়াও এই খাত দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটররা বাংলাদেশে বিভিন্ন উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবা চালু করেছে যা এদেশের মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যক্রমে পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কল্যাণে মোবাইল ফোন খাত বাংলাদেশের পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

অর্থনৈতিক সুফল অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট আরও বিস্তৃত ও সহজলভ্য করতে হবে। পর্যাপ্ত তরঙ্গ বরাদ্দের মাধ্যমে অপারেটরদের অল্প খরচে নেটওয়ার্ক তৈরি করে দেয়ার সুযোগ দিতে হবে। এজন্য দরকার কর বান্ধব নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ধারাবাহিকতা।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা ২০১২ পর্যালোচনার উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমাদের দৃষ্টিতে খসড়া নীতিমালাটি অত্যন্ত কার্যকর ও ভবিষ্যৎমুখী। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, টেলিযোগাযোগ নীতিমালা এবং তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা দু'টিই সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দু'টি নীতিকে জাতীয় টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপে সমন্বিত করার প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

মোবাইল টেলিকম অপারেটরদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতকে গুরুত্ব দিয়ে "ConneXion" নামে একটি মাসিক নিউজলেটার প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করছি এই নিউজলেটারটি আমাদের ও আমাদের স্টেকহোল্ডারদের মাঝে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যাদের সম্মিলিত প্রয়াসে "ConneXion" প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে সম্পাদকীয় পর্ষদ এবং কর্মীবৃন্দ যাদের আন্তরিক পরিশ্রম ছাড়া এটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে যদি এই নিউজলেটারটি আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে।

সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট–
www.amtob.org.bd | *মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd*

চেয়ারম্যান-এর বার্তা

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় অংশদাতা এবং বাংলাদেশ সরকারের কর রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত

এমটব-এর অফিসিয়াল নিউজলেটার "ConneXion"-এর প্রথম সংখ্যায় আমার অভিমত প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের ছয়টি মোবাইল টেলিকম অপারেটরদের একটি সংগঠন যা টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা ও যেকোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

যেকোন সংস্থা বা সংগঠনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে নিজস্ব বা সার্বিক বক্তব্য তুলে ধরার জন্য নিউজলেটার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। মোবাইল অপারেটররা প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যা, প্রতিকূলতা এবং সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছে তা এই নিউজলেটার তুলে ধরবে বলে আমি আশা করছি।

আমাদের শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ খাত সকল প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে থেকে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধমান টেলিযোগাযোগের বাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। এখনও পর্যন্ত, মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত আমাদের দেশের সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পাশাপাশি সর্বোচ্চ রাজস্বও প্রদান করে আসছে। প্রযুক্তিগত এবং রেগুলেটরি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি টেলিকম অপারেটররা বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনা, কর্পোরেট গভর্নেন্স ও স্বচ্ছতা অনুশীলন ছাড়াও নিত্যনতুন উদ্ভাবনী সেবা বাংলাদেশের বাজারে চালু করেছে।

আমরা আশা করি, এই নিউজলেটার টেলিযোগাযোগ খাত, নীতিনির্ধারক ও জনগণের মধ্যে মোবাইল ফোন খাত সংক্রান্ত ধারণার যে শূন্যতা রয়েছে তা পূরণ করবে।

আমি নিশ্চিত, নিউজলেটারটি প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে ক্রমেই বিশ্বমানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ খাতের এক নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে পরিচিতি পাবে।

ধন্যবাদান্তে,

মাইকেল ক্যুনার
চেয়ারম্যান, এমটব

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

মাইকেল ক্যুনার
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

ক্রিস টোবিট
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব

জিয়াদ শাতারা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড
(সিটিসেল)

বিবেক সুদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

মো. মুজিবুর রহমান
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্প খাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

অভিনন্দন বার্তা

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব)-এর মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" প্রকাশের সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। এরকম একটি নিউজলেটারের প্রয়োজনীয়তা আমি সবসময়ই অনুভব করেছি। টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি এটি নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কেও আমাদের ধারণা দেবে। আমি আশা করি, "ConneXion"-এর বিষয়বস্তু আমাদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে।

১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়াতে বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের উদ্বোধনের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্ত করা স্বপ্ন "সোনার বাংলা" গঠনে বর্তমান সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। আনন্দের বিষয় হলো দেশের প্রায় শতভাগই এখন টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায়। আর এটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে।

আমাদের অর্থনীতিতে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের গুরুত্ব অনেক। দেশের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আনার পাশাপাশি এই খাত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় রাজস্বের ক্ষেত্রেও এই খাতের অবদান সর্বোচ্চ।

আমি বিশ্বাস করি, "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গঠন এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সরকারের পাশাপাশি এই খাতেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে।

আমি এমটব-এর নিউজলেটার "ConneXion"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি
মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি, এ নিউজলেটার আমাদেরকে টেলিকম খাতের সর্বশেষ অগ্রগতি ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত রাখার পাশাপাশি এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুসমূহ আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মোবাইল ফোন খাতের অবদান ব্যাপক। সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ খাত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন এনেছে। শুধু তাই নয়, সরকারের কোষাগারে রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও এই খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার প্রচুর সম্ভাবনা এই খাতের রয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি এমটব নিউজলেটার "ConneXion" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১৪.৩.১৬

হাসানুল হক ইনু
মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব)-এর পক্ষ থেকে মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কাজ করছে। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সফল প্রয়োগের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে এ মন্ত্রণালয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি সফল হাতিয়ার। মোবাইল টেলিকম অপারেটররা হচ্ছেন তথ্য ও প্রযুক্তি খাত উন্নয়নের অনুঘটক। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ এক গুরুত্বপূর্ণ খাত।

টেলিযোগাযোগ খাত শুধু দেশের সর্বোচ্চ কর প্রদানকারীখাতই নয়, এ খাত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানও করেছে।

মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" প্রকাশ টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধিকে আরো সুবিস্তৃত করবে। এ নিউজলেটারের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা রইল। নিউজলেটারটি টেলিযোগাযোগ খাতের সর্বশেষ প্রযুক্তি ও অগ্রগতি বিষয়ে আমাদেরকে অবগত করবে।

আমি এমটব নিউজলেটার "ConneXion"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোস্তফা ফারুক মোহাম্মাদ, এমপি
মন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডাটা ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের যে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ৯০ দশকের শেষের দিকে চালু হওয়া এই খাত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়েছে।

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব)-এর পক্ষ থেকে মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত।

এমটব-এর এই উদ্যোগ খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের এই প্রচেষ্টা মোবাইল টেলিকম অপারেটর ও স্টেকহোল্ডারদের মাঝে মোবাইল ফোন খাত সংক্রান্ত ধারণার যে ব্যবধান রয়েছে তা কমিয়ে আনবে।

দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৯৯ ভাগ ভৌগলিক এলাকা জুড়ে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা বিস্তৃতিই যার প্রমাণ বহন করছে। দেশে প্রথম সেল্যুলার মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্ক চালু হবার পর থেকে ২০ বছরের মধ্যে এর গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০ কোটিতে পৌছেছে। এছাড়া এই খাত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বড় অবদান রাখছে। বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ৯৫ ভাগ তারহীন সংযোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন, যা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র সেল্যুলার মোবাইল টেলিফোন অপারেটরদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং আমরা প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিখছি। দ্রুত বর্ধনশীল টেলিযোগাযোগ খাত একটি জ্ঞানভিত্তিক শিল্পখাত এবং আমাদের সরকারও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রহী আর এটা ডিজিটাল বাংলাদেশেরও অন্যতম এক শর্ত। এই ধারণাটি শুধু নিজস্ব পথই প্রশস্ত করেনি বরং ব্যবসায়িক প্রতিরূপ ও কর্মকৌশলের পারস্পরিক সুবিধার মধ্য দিয়ে অন্যান্য খাতকে স্ব স্ব জায়গায় কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

আশা করছি "ConneXion" আমাদের টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতির পাশাপাশি সারা বিশ্বের টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা দেবে। এমন একটি প্রকাশনার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল; যেটা ভবিষ্যতে অপারেটর, বিশ্লেষক, গ্রাহক এবং সরকারের জন্য উন্মুক্ত আলোচনার ফোরাম হিসেবে কাজ করবে। আশা রাখছি এমটব তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে "ConneXion" এর সাফল্য নিশ্চিত করবে।

আমি "ConneXion"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সুনীল কান্তি বোস
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) "ConneXion" নামে যে মাসিক নিউজলেটারটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সত্যিই এক আনন্দের বিষয়।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ"-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আমার বিশ্বাস, এমটব-এর "ConneXion" নিউজলেটার প্রকাশের উদ্যোগটি টেলিযোগাযোগ খাতের অন্তর্দৃষ্টি হিসেবে কাজ করবে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই খাতের অর্জনগুলো তুলে ধরা হবে এই নিউজলেটারে যা আমাদের অফুরন্ত প্রেরণা যোগাবে।

আমি এমটব-এর নিউজলেটার "ConneXion"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মো. আবুবকর সিদ্দিক
সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) তার নিজস্ব নিউজলেটার "ConneXion" প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রযুক্তিগত নানা উদ্ভাবনের এই যুগে এটা সত্যিই এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমার বিশ্বাস, নিত্যনতুন উদ্ভাবনের নানা তথ্য ও প্রযুক্তিগত নানা বিষয়ে জানার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে গ্রাহক এবং এ খাতের সাথে সংশিষ্টদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে এই প্রকাশনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি এও বিশ্বাস করি যে, এটা পারস্পরিক স্বার্থ সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করবে।

টেলিযোগাযোগ খাত আজ প্রতিটি মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে মোবাইল হ্যান্ডসেটে ব্যবহারযোগ্য সুলভ ব্রডব্যান্ডের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি আমরা। ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো সেই প্রচেষ্টার নাম, যার মাধ্যমে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল আমরা ছড়িয়ে দিতে পারব দেশের প্রতিটি প্রান্তে। নিঃসন্দেহে, টেলিযোগাযোগ খাতই হলো সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রধান অবলম্বন।

আমি নিশ্চিত যে, "ConneXion" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আগামী দিনগুলোতে "ConneXion"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের পরিবর্তনের বাহকঃ

মোবাইল ফোন যাত্রার ২০ বছর

বাংলাদেশকে বদলে দেওয়া আজকের মোবাইল ফোন শিল্পখাতটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০ বছর আগে। ১৯৯৩ সালে এ দেশে যখন প্রথম মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক চালু হয় তখন মোবাইল ফোনকে ধরা হতো ধনী ও প্রভাবশালীদের প্রতিপত্তির প্রতীক হিসেবে। সেদিন এটা কেউ ভাবতেও পারেনি যে, মোবাইল ফোন বয়ে নিয়ে আসতে পারে ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন। আজকের পরিবর্তিত বিশ্বের দিকে তাকালে তাই সত্যিই অবাক হতে হয়; একদিন যাকে মনে করা হতো বিলাসিতা, অধিকাংশ মানুষের কাছেই আজ তা অপরিহার্য এক অনুষঙ্গ।

বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের যাত্রাটি খুবই চমকপ্রদ। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই প্রথম ১৯৯৩ সালে এএমপিএস (অ্যাডভান্সড্ মোবাইল ফোন সিস্টেম) প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল ফোন কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম সেল্যুলার লাইসেন্স প্রদান করা হয়, যার মাত্র এক দশক আগে ১৯৭৯ সালে টোকিওতে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক মোবাইল ফোন সেবা চালু হয়। বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে এ এক বিশাল অর্জন।

২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, কিন্তু প্রথম ডিজিটাল প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই সেই ১৯৯৬ সালে গ্রামীণফোন, একটেল (বর্তমানে রবি) ও সেবা টেলিকম (বর্তমানে বাংলালিংক)-কে জিএসএম (গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল) লাইসেন্স প্রদানের মধ্য দিয়ে।

২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ১০০ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-কে জিএসএম লাইসেন্স প্রদান করে। ২০০৫ সালে দুবাই ভিত্তিক ধাবী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ওয়ারিদ টেলিকম (বর্তমানে এয়ারটেল)-কে জিএসএম লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ধাবী গ্রুপ এটি ভারতীয় টেলিকম গ্রুপ ভারতী এয়ারটেলের কাছে বিক্রি করে দেয়।

দেশে মোবাইল ফোনের যাত্রা শুরুর পর ২০০২ সালে অর্থাৎ ৯ বছরের মাথায় এর গ্রাহক সংখ্যা ১০ লক্ষের ঘরে পৌঁছায়। আর এর পরপরই কলরেট নিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হয় মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর মধ্যে, এবং ফলশ্রুতিতে ২০০৫ সালে কোটির ঘর স্পর্শ করে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা। সেটাই ছিল শুরু, ২০০৫ সাল থেকেই দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে ব্যাপক হারে। অল্প সময়ের মধ্যেই মাত্র ৪ বছরে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ কোটিতে, প্রতিবছরে বৃদ্ধির হার যেখানে শতকরা ১০০ ভাগ। ২০১২-এর ডিসেম্বর শেষে মোবাইল ফোন ব্যবহাকারীর মোট সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৭০ লক্ষ ১৮ হাজার জন এবং ২০১৩-এর ফেব্রুয়ারির শেষে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৫৯ হাজার জনে। যদি এই প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০১৩ সালের জুন মাস নাগাদ বাংলাদেশ ১০ কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহকের মাইলফলক স্পর্শ করবে।

যদিও জিএসএম একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের (টুজি) প্রযুক্তি যা প্রধানত ভয়েসের ওপর গুরুত্ব দেয়, তথাপি এটা ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কেও মানুষকে সচেতন করে তুলছে। এই প্রযুক্তির

১৯৮৯	প্রথম সেল্যুলার লাইসেন্স অনুমোদন (এএমপিএস)
১৯৯৩	প্রথম সেল্যুলার নেটওয়ার্ক চালু
১৯৯৬	গ্রামীণফোন, একটেল (বর্তমানে রবি) ও সেবা টেলিকম (বর্তমানে বাংলালিংক)-কে তিনটি জিএসএম লাইসেন্স অনুমোদন
১৯৯৮	জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন
২০০১	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন প্রণয়ন
২০০২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন
২০০৪	সি-মি-উই-৪ চুক্তি স্বাক্ষর, টেলিটক-কে জিএসএম লাইসেন্স অনুমোদন
২০০৫	ওয়ারিদ টেলিকম (বর্তমানে এয়ারটেল)-কে জিএসএম লাইসেন্স অনুমোদন
২০০৬	তথ্য প্রযুক্তি আইন পাশ, ব্রডব্যান্ড নীতিমালা প্রণয়ন
২০০৭	জাতীয় দীর্ঘ দূরত্ব টেলিযোগাযোগ সেবা (আইএলডিটিএস) নীতিমালা প্রণয়ন, জাতীয় সংখ্যায়ন পরিকল্পনা প্রবর্তন
২০০৮	মোবাইল পেমেন্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন
২০০৯	২-ওয়াইম্যাক্স লাইসেন্স অনুমোদন, ৩ আইসিএক্স, ৪ আইজিডাব্লিউ, ২ আইআইজি লাইসেন্স অনুমোদন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সংশোধন, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা
২০১০	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ, সিম/রিম নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন, কল সেন্টার লাইসেন্স অনুমোদন, স্যাটেলাইট চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ, আইটিইউ এক্সিকিউটিভ সদস্যপদ অর্জন
২০১১	টুজি লাইসেন্স নবায়ন, মোবাইল আর্থিক সেবাসমূহের ওপর টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল লাইসেন্স নির্দেশিকা প্রণয়ন
২০১২	থ্রিজি লাইসেন্সিং নির্দেশিকা প্রণয়ন, পোস্ট অ্যাক্টিভেশন, মূল্য সংযোজন সেবা নির্দেশিকা প্রণয়ন, টেলিযোগাযোগ প্রতিযোগিতা প্রবিধান প্রণয়ন
২০১৩	চূড়ান্ত থ্রিজি নির্দেশিকা প্রণয়ন, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা নির্দেশিকা প্রণয়ন, জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা সংশোধন, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সংশোধন

মাধ্যমে দেশের প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, যা দেশের সব ধরনের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ। আশা করা যাচ্ছে যে, থ্রিজি প্রযুক্তি চালু হলে দেশে ইন্টারনেটের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার আরো বাড়বে। সরকার ইতোমধ্যে থ্রিজি লাইসেন্সের গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে এবং এ বছর জুন মাসে থ্রিজি'র নিলাম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মোবাইল ফোন শিল্পের উত্থান বাংলাদেশে শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নেই ভূমিকা রাখেনি সামাজিক আচার আচরণেও এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। আজ মোবাইল ফোন শুধু একটি কথোপকথনের যন্ত্রমাত্রই নয়, বরং এটি ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় এক উপাদান, ক্যালকুলেটর, একজন বার্তাবাহক এমনকি একটি এফএম রেডিও-ও।

যাইহোক, মোবাইল ফোন বদলে দিয়েছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনধারাকে। এটি এখন উন্নয়নের প্রয়োজনীয় এক অনুষঙ্গ। মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে অভিনব সেবা। এখন মানুষ মোবাইলের মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করছে, ট্রেনের টিকেট কিনছে। এমনকি যাদের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই তারাও ব্যাংকিং কার্যকম সম্পন্ন করতে পারছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

আজ একজন মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী তাৎক্ষণিকভাবে সহজেই বিভিন্ন স্বাস্থ্যসমস্যায় ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারছে, তার পরামর্শ নিতে পারছে। এমনকি একজন কৃষকও তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কৃষি তথ্য ও ফসলের দরদাম জানতে পারছে।

আগে আখচাষীদের ক্রয় আদেশ যার প্রচলিত নাম "পুর্জি" পাওয়ার জন্য নানা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হতো। আজ তারা সহজেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তা পেয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ ক্রয় আদেশ মোবাইল ফোনে ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে।

পরীক্ষার ফলাফল ও ভর্তিসহ শিক্ষাবিষয়ক নানা তথ্য, জন্ম নিবন্ধন ও জমি নিবন্ধনসহ সরকারের বিভিন্ন নাগরিক সেবাগুলোও সম্পন্ন হতে পারে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। বর্তমানে মোবাইল ফোন আমাদের জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাণস্বরূপ। বাংলাদেশে এটিই একমাত্র খাত যা সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাপনে পরিবর্তন বয়ে আনছে। আজ মোবাইল ফোন ছাড়া একটি দিন কাটানোও কল্পনার বাইরে।

ব্রডব্যান্ড, বিশেষ করে মোবাইল ব্রডব্যান্ড যা ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম সহায়ক মাধ্যম, বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যেই এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশে যেহেতু কোনো ভালো মানের ফিক্সড্ নেটওয়ার্ক তৈরি হয়নি, সেক্ষেত্রে তারহীন প্রযুক্তিই হতে পারে ব্রডব্যান্ড প্রসারের সবেচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম।

বাংলাদেশে মোবাইল ব্রডব্যান্ড বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো সঠিক ফ্রিকোয়েন্সি পরিকল্পনা ও মোবাইল ব্রডব্যান্ড লাইসেন্স নীতিমালা এবং ব্যবহারকারীর ওপর সিম ও হ্যান্ডসেটে ধার্য করা উচ্চহারের কর। পেছন ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাবো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারকে বাংলাদেশ সবসময়ই স্বাগত জানিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়া ভূ-কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ এখন মহাকাশে নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

দূরদর্শী সরকার টেলিযোগাযোগ খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে সরকার ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন এবং ঐ নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠিত হয়। একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে বিটিআরসি ৩১ জানুয়ারি, ২০০২ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

সরকার ও মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতকে একযোগে এই সেবা খাতটিকে এগিয়ে নিতে কাজ করে যেতে হবে।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর অবদান

মানব জীবনে যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম যা সামাজিক নানা প্রয়োজন মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অর্থনীতিতে টেলিযোগাযোগ খাতের অবদান

টেলিযোগাযোগ– সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের সর্ববৃহৎ খাত

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ব্যাপক হারে বৈদেশিক বিনিয়োগ টেকসই অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক বিনিয়োগ সাধারণত ঝুঁকিমুক্ত, পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকেও অনেক দক্ষ। মোবাইল টেলিযোগাযোগ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক

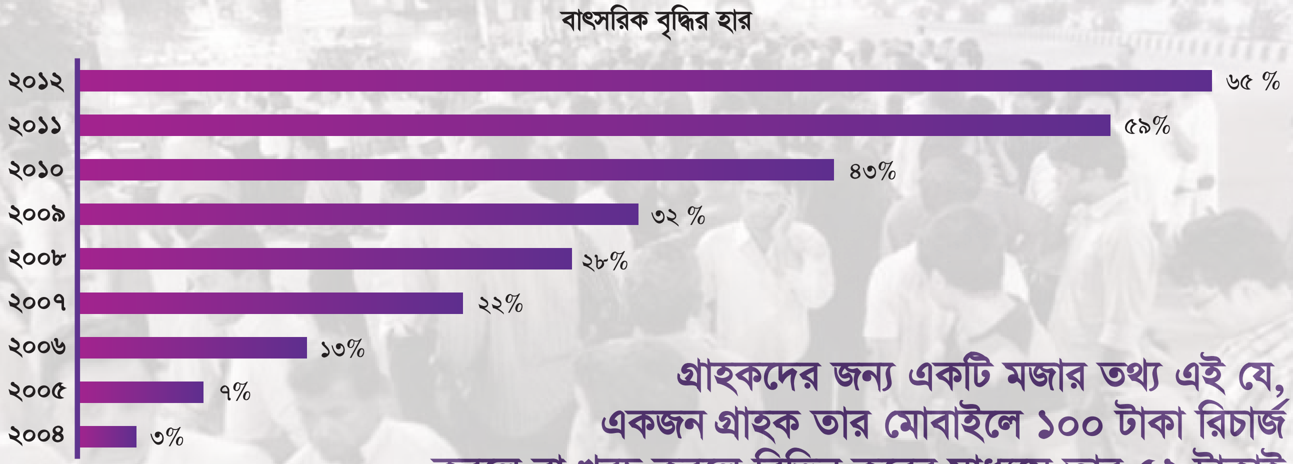

সারণী: উল্লেখযোগ্য গ্রাহক বৃদ্ধি (শতকরা হারে)

গ্রাহকদের জন্য একটি মজার তথ্য এই যে, একজন গ্রাহক তার মোবাইলে ১০০ টাকা রিচার্জ করলে বা খরচ করলে বিভিন্ন করের মাধ্যমে তার ৫২ টাকাই যায় সরাসরি সরকারি কোষাগারে।

টেলিযোগাযোগের নানা উদ্ভাবন সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রামে রূপান্তরিত করেছে। এমন এক সময় ছিল যখন দূরে অবস্থানরত কোনো প্রিয়জনের নিকট থেকে একটি চিঠির অপেক্ষায় হয়তো কেটে যেত মাসের পর মাস, আজকের দিনে যা প্রায় অকল্পনীয়। জনগণকে মোবাইল ফোন সেবা দেওয়ার জন্য ১৯৮৯ সালে একটি বেসরকারি কোম্পানিকে অনুমতি প্রদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশে মোবাইল টেলিযোগাযোগের ইতিহাস। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত হারে। ২০০৪ সালে যেখানে বাংলাদেশে গ্রাহক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা মাত্র ৩ ভাগ সেটি ২০১২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ ভাগে।

এক নজরে টেলিযোগাযোগ খাত

বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল টেলিযোগাযোগ বাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যাবতীয় প্রত্যাশা ও অনিশ্চয়তাকে পেছনে ফেলে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ দেশের টেলিযোগাযোগ খাত। বাংলাদেশে এই খাতটির অবদান ব্যাপক; সরকারের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং রাজস্ব আয়ে টেলিযোগাযোগ খাত এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় উৎস।

বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বড় খাত। নিচের সারণীতে বিগত বছরগুলোতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ খাতে মোবাইল অপারেটরদের অবদান কিভাবে বেড়েছে তা ফুটে উঠেছে। ২০০১ সালে যার পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৯% ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০.৪% এ। এ তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, প্রতি ১০০ মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে ৬০%-এরও বেশি আসে মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে।

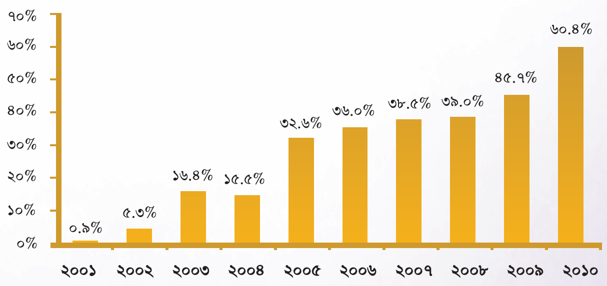

সারণী: প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে মোবাইল অপারেটরদের অবদান (শতকরা হারে)

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক; ২০১০ সালের আপাতকালীন তথ্যানুযায়ী, মাত্র ৯ মাসের জন্য

বিনিয়োগ

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি

টেলিযোগাযোগ খাত, বিশেষ করে মোবাইল শিল্প মূলত পুঁজিঘন। নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও গ্রাহকের চাহিদা পূরণের স্বার্থে মোবাইল অপারেটরদেরকে ক্রমাগত বিনিয়োগ করে যেতে হয়। এ কারণে এ খাতের মূলধনী ব্যয় অনেক বেশি। এখনও পর্যন্ত মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বাংলাদেশে ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে।

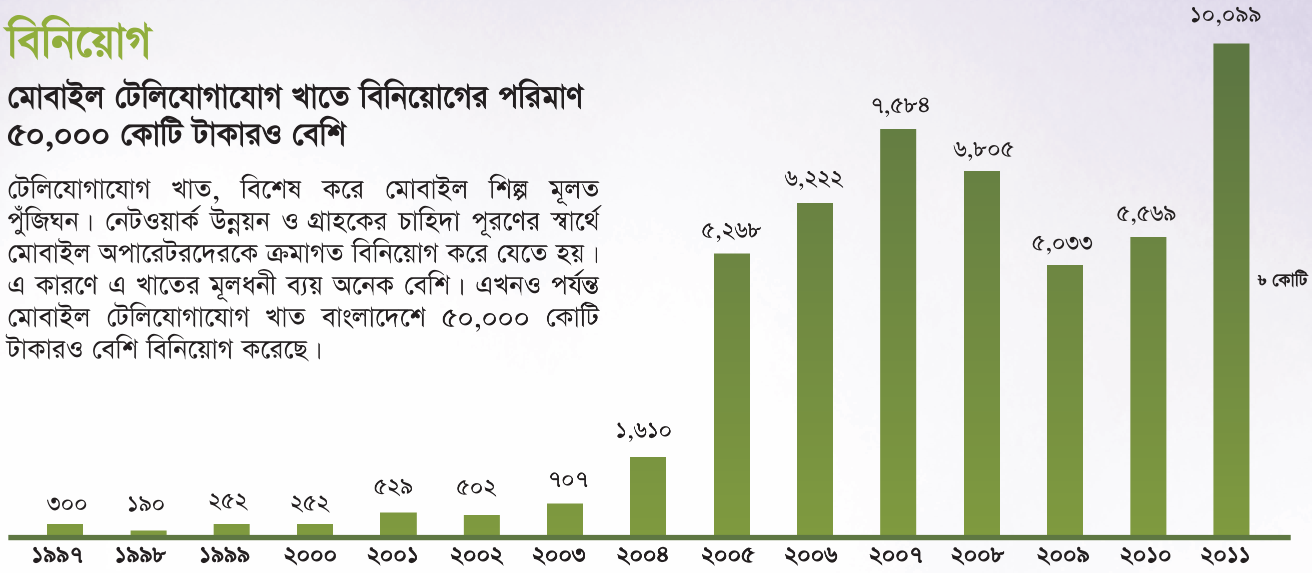

সারণী: মোট বিনিয়োগ ৫০,০০০ কোটি

করভারে জর্জরিত টেলিযোগাযোগ খাত

কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতে করের হারও উচ্চ। এর ফলে সরকারের কোষাগারে এ খাতের অবদানও ব্যাপক। *অর্থাৎ সরকার যদি ১০০ টাকা আয় করে তার মধ্যে ১০ টাকা আয় হয় মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে।* নিচের সারণীটির দিকে তাকালে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, ২০১১ সালে মোবাইল অপারেটররা সরকারকে ৮,৩০০ কোটি টাকা কর প্রদান করেছে এবং ২০১১ পর্যন্ত মোবাইল ফোন খাত ৪০,০০০ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব প্রদান করেছে। গ্রাহকদের জন্য একটি মজার তথ্য এই যে, একজন গ্রাহক তার মোবাইলে ১০০ টাকা রিচার্জ করলে বা খরচ করলে বিভিন্ন করের মাধ্যমে তার ৫২ টাকাই যায় সরাসরি সরকারি কোষাগারে।

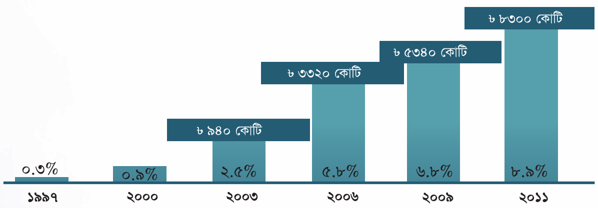

সারণী: জাতীয় রাজস্বে মোবাইল টেলিফোন অপারেটরদের অবদান ১০% (আনুমানিক)

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বাংলাদেশের বর্তমান মোবাইল অপারেটররা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলার ক্ষেত্রেই সফলতার পরিচয় দেয়নি, তারা এদেশে বিশ্বমানের পরিচালন প্রক্রিয়া, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, গ্রাহক তৈরি, অভিনব ও সৃজনশীল সেবা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায়ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মোবাইল অপারেটরগুলো বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে ইতিবাচক পরিবর্তন। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে ১৫ লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের অধিকাংশই বুদ্ধিবৃত্তিক। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত হয়েছে।

এ বিশাল খাতকে কেন্দ্র করে বেশকিছু উপখাতেরও সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– হাজার হাজার খুচরা মোবাইল রিচার্জ ও ফোন মেরামতকারী দোকানগুলোর কথা। পাশাপাশি বাংলাদেশী উদ্যোক্তারা বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ ছাড়াও ওয়ালটন বা সিম্ফনির মতো বাংলাদেশী ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন তৈরি করছে।

এ সাফল্যই বলে দেয় যে, ভবিষ্যতে এভাবেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে মোবাইল ফোন শিল্প। কিন্তু, কতিপয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা, ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চ হারের কর ধার্যের কারণে বর্তমানে এ শিল্পের অগ্রযাত্রায় কিছুটা ধীর গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। মনে করা হচ্ছে যে, আগামী দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত মোবাইল ফোন শিল্পে গ্রাহক বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে, এ বৃদ্ধির হার শতভাগে পৌঁছানোর আগেই এ খাতে স্থবিরতা বা মন্দাভাব দেখা দিতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাগুলো সহসাই সমাধান হচ্ছে না। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ার ফলে গ্রাহকপ্রতি রাজস্ব আয় ক্রমাগতভাবেই কমছে। *বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে নির্ধারিত করের হার বিশ্বের সবচেয়ে বেশি।* এই ব্যয়ভার যেহেতু মোবাইল অপারেটররা গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারছে না, ফলে তাদের লাভের পরিমাণ ক্রমাগত হারে কমছে, যা মূল বিনিয়োগকে প্রভাবিত করছে। যেহেতু টেলিযোগাযোগ খাত সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, সরকারি রাজস্ব ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সুতরাং এ খাতের ছন্দপতন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ক্রিস টোবিট
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

> ২০১৫ সালের মধ্যে সবচেয়ে গ্রাহকপ্রিয় ব্রান্ড হতে চায় এয়ারটেল

এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস টোবিট বাংলাদেশের মোবাইল টেলিকম খাত সম্পর্কে তার মূল্যবান মতামত "ConneXion"-এ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে মোবাইল ইকো সিস্টেমের অবদান কী?

ভ্যালুচেইন নির্মাণ ও উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে মোবাইল ইকোসিস্টেমের প্রধান দুটি অবদান। বিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দরুন ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ সৃজিত হয়েছে। সেবা খাতের মধ্যে মোবাইল অপারেটররাই সর্বোচ্চ কর প্রদান করে থাকে যা সরকারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ২০১২ সাল পর্যন্ত মোবাইল অপারেটররা ৪০ হাজার কোটিরও বেশি অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে, ১৫ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ইন্টারনেট গ্রাহক উপকৃত হচ্ছে মোবিলিটির কল্যাণে। সামগ্রিকভাবে, মোবাইলফোনের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মোবাইল ব্যাংকিং দ্বারা ব্যাংক সেবা, সেল/এসএমএস ব্রডকাস্ট দ্বারা সতর্কবার্তা দেয়া, ভেসেল ট্র্যাকিং দ্বারা জীবনের নিরাপত্তা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক ও জীবনযাপন উন্নয়নে এবং ডিজিটাল বিভক্তি দূরীকরণে মোবাইল কোম্পানিগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

আপনি কিভাবে বাংলাদেশের টেলিকম বাজার ও তার ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন করবেন?

গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে দেখা যায় মোবাইল টেলিঘনত্ব সকল প্রত্যাশার সীমা ছাড়িয়ে গেছে যা আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- সামষ্টিক বিনিয়োগ, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে কানেক্টিভিটি সাহায্য করে। টেলিযোগাযোগ খাতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন- ফিক্সড লাইন (ল্যান্ডলাইন), ওয়্যারলেস (সিডিএমএ, জিএসএম, ডাব্লিউএলএল), ইন্টারনেট সেবা (ডায়াল-আপ, ব্রডব্যান্ড, ওয়াইম্যাক্স ইত্যাদি)। যেহেতু মোবাইল টেলিঘনত্ব গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে পরবর্তী সময়ে গ্রাহক প্রতি গড় আয় আরো কমে যেতে পারে। অবকাঠামো ভাগাভাগির মাধ্যমে অপারেটররা তাদের প্রান্তীয় খরচ কমাতে পারে। তবে মূল্য সংযোজন সেবা ও ডাটা সেবার বৃদ্ধি গ্রাহকপ্রতি গড় আয়ে ভারসাম্য ফেরাবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগে যে ধারা চলছে সেটি অনুসরণ করলে বাংলাদেশেও টেলিযোগাযোগে ডাটার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। নতুন প্রযুক্তি এবং উচ্চ গতি সম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড অনুমোদনের জন্য থ্রি জি, ফোর জি এবং এলটিই-এর লাইসেন্সিং কে সরকার ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। বাংলাদেশ বিশ্বধারা অনুসরণ করলে পরবর্তী ৫ বছরে ডাটা মার্কেট ভয়েস মার্কেট ছাড়িয়ে যাবে। সমন্বিত ৪সি (যোগাযোগ, কম্পিউটিং, গ্রাহক অ্যাপ্লায়েন্স এবং কনটেন্ট)-এর মাধ্যমে ভয়েস উচ্চ গতি ডাটা আদান প্রদান, ভিডিও এবং গ্রাহকের টেলি-ওয়ার্কিং ইত্যাদি সুসংহত সেবা প্রদান করেছে। ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া সেবা দৈনন্দিন জীবনের একটি বড় অংশ হয়ে যাবে এবং তথ্য ভিত্তিক সমাজের জীবনে তথ্য সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক একটি অপরিহার্য উপাদান। মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক সেবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়মনীতির মধ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিকাশ লাভ করেছে বলে এয়ারটেল মনে করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমরা এই সেবাকে আমাদের গ্রাহকদের মাঝে জনপ্রিয় করতে এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই সেবাটি আমরা আমাদের নিজেদের কর্পোরেট লেনদেন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে আমরা মোবাইল ব্যাংকিং গ্রাহক হয়েছি। আমরা আমাদের সহযোগী ব্যাংকগুলির সাথে যুক্ত হয়ে মোবাইল ব্যাংকিং সংক্রান্ত বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছি, যার মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মতো কার্যক্রম রয়েছে।

> *নতুন প্রযুক্তি এবং উচ্চ গতি সম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড অনুমোদনের জন্য থ্রি জি, ফোর জি এবং এলটিই-এর লাইসেন্সিং কে সরকার ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। বাংলাদেশ বিশ্ব ধারা অনুসরণ করলে পরবর্তী ৫ বছরে ডাটা মার্কেট ভয়েস মার্কেট ছাড়িয়ে যাবে।*

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতে প্রধান প্রধান সম্ভাবনা ও প্রতিকূলতাগুলো কি কি?

বর্তমান দশকে মোবাইল ফোন ক্রমেই ভয়েস থেকে ডাটা যুগে প্রবেশ করছে। মোবাইল এখন ইন্টারনেট ডিভাইস হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেমন বাড়ছে সেই সাথে বাড়ছে এই সংক্রান্ত নতুন নতুন সেবা। প্রযুক্তির এই পরিবর্তনের সুবিধা বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে খুব শীঘ্রই প্রভাব ফেলবে। যখন প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে তখন আরো নতুন নতুন সেবা যেমন- সামাজিক যোগাযোগ, এম-কমার্স, এম-হেলথ ইত্যাদি চালু হবে। গণ্ডির বাইরে চিন্তা করাটাই হবে তখন প্রধান কৌশল। মোবাইল আর্থিক সেবা নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড মোবাইল ব্যাংকিং এবং বিকাশের সেবাগুলি এখন এয়ারটেল-এর নেটওয়ার্কে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে যেসব সেবাসমূহ চালু রয়েছে তা হলো মোবাইল ব্যাংকিং (টাকা তোলা এবং জমা দেয়া, এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে টাকা স্থানান্তর, ব্যালেন্স এবং ব্যাংক হিসাব প্রতিবেদন যাচাই করা), মোবাইল রিচার্জ, বেতন প্রদান, ব্যবসায়িক লেনদেন, বিল পে এবং ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ। উল্লেখ্য যে, এয়ারটেল'ই বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ফোন অপারেটর যারা মোবাইল রিচার্জ করার জন্য মোবাইল ওয়ালেট চালু করেছিল। এই খাতের প্রধান বাধা হচ্ছে বিদ্যমান কর ব্যবস্থা। এখানে মোবাইল অপারেটররা করভারে জর্জরিত। এই খাতে করের হার এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষ এখন মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়। ২০১৩ সালে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ। গত তিন বছরে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। তবে টেলিঘনত্ব ৫৪ শতাংশ যা এই অঞ্চলে সবচেয়ে কম। সিম ট্যাক্স এখনও এই খাতের বিকাশে বড় বাধা। সিম ট্যাক্স অবশ্যই প্রত্যাহার করা উচিৎ, তা না হলে এটা ভবিষ্যতে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রতিকূলতা হয়ে দাঁড়াবে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকপ্রতি আয় কমে যাওয়ার কারণে সরকারের এই বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা উচিৎ। রাজস্ব কেন্দ্রিকতা ও গ্রাহকবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপারেটরদের টেকসই ব্যবসার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য অপরিহার্য এবং খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণগুলো পরিহার করা উচিৎ। নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে আমলে না নিয়ে বরং রাজস্ব আদায় এবং অপারেটরদের ব্যবসায়িক সক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করতে হবে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের জন্য আপনার লক্ষ্য কী?

রূপকল্প অনুযায়ী, ২০১৫ সালের মধ্যে এয়ারটেল সকলের ভালোবাসার ব্র্যান্ড হবে এবং লাখো জীবন সমৃদ্ধ করবে। শুধুমাত্র একে অপরের মধ্যে সংযোগের সুযোগ সৃষ্টিই নয় বরং তাদের ভালোলাগা প্রিয় বিষয়গুলো যেমন: গান, খেলা, বিনোদন, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি উপভোগেরও সুযোগ করে দিচ্ছি আমরা। আমাদের গ্রাহকদের জন্যে রয়েছে বিভিন্ন বিনোদন ও জীবনমুখী পরিষেবা। আমরা আমাদের নেটওয়ার্ক প্রান্তিক অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কাজ করে যাচ্ছি, যেখানে আমরা প্রদান করবো অতি উন্নতমানের ও সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষেবা। এই গ্রাহকেরাও উন্নতমানের ভয়েস এবং ডেটা সার্ভিস পাবেন। জুন ২০১৩ তে থ্রিজি উন্মোচন হলে আমরা গ্রাহকদের আরো উন্নত ও দ্রুত গতির সেবা প্রদান করতে পারবো। ফোরজি/এলটিই সেবা মারফত নতুন ও উদ্ভাবনী সেবার দ্বার উন্মোচন হবে।

আপনি কি মনে করেন ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্দেশ্য সফলের জন্য একটি টেলিকম রোডম্যাপ/ দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে?

অবশ্যই, স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণের জন্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রযুক্তির সহায়তায় যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, সেটিই রোডম্যাপ। সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ থাকলে মোবাইল অপাটরদের জন্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা সহজতর হবে। তবে রোডম্যাপ অবশ্যই স্টেকহোল্ডারদের সাথে শলাপরামর্শ করে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করতে হবে। অন্যথায় এই রোডম্যাপটি সময়ানুযায়ী বাস্তবায়ন হবে না।

ভারতী এয়ারটেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সহযোগিতায় বাংলাদেশে 'এয়ারটেল রাইজিং স্টার' শীর্ষক ক্ষুদে ফুটবলারদের নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড-এর উদ্যোগে মানিক মিঞা এভিন্যুতে আঁকা হয় বিশ্বের দীর্ঘতম পথ-আল্পনা।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি পর্যালোচনা ২০১২ঃ

টেলিযোগাযোগের সুস্পষ্ট রোডম্যাপের সন্ধানে

সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে টেলিযোগাযোগের এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'র (আইসিটি) সমন্বিতকরণ। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তেমন কোন জোরালো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

বিভিন্ন সেবা সমন্বিত করে একটি প্ল্যাটফর্মে আনার ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী লাইসেন্স কী উপায়ে দেয়া হবে তা নির্ধারণ একটি সাধারণ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। সাধারণত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি করা হয় একটি সময়কে নির্দিষ্ট করে, যেখানে সেবা এবং অবকাঠামোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য টেনে দেয়া হয়। কিন্তু এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান সময়ে একেবারেই অপ্রতুল।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি এবং জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতির সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সেবা একই ছাতার নিচে আনা সম্ভব। বর্তমানে উভয় নীতিই পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি দু'টো আলাদা বিষয় নয়, বরং একটি অপরটির পরিপূরক। এটি মাথায় রেখেই এ দু'টি খাতকে সমন্বিত করাটা জরুরি। যদি আমরা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প একটি বৃহত্তর পরিসরে দেখি তাহলে এই দু'টি খাতকে কোনভাবেই পৃথক রাখা ঠিক হবে না। টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যান্য খাতের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে। এটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং বর্তমান অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো জ্ঞান।

জনসাধারণের মতামতের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় গত জানুয়ারিতে 'জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি-২০১২' এর খসড়া প্রকাশ করেন। টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন উদ্বেগ তুলে ধরার পাশাপাশি এই খসড়া নীতি প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, সমন্বিত লাইসেন্স পদ্ধতি, কর বান্ধব নীতি, নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধের কথাও উল্লেখ করেছেন। টেলিযোগাযোগ নীতি পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ের নিকট পাঠানোর পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব), যা প্রথম প্রণীত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। এই নীতিমালার ভিত্তিতেই বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের সূচনার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

একইভাবে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতি পর্যালোচনা করেন মন্ত্রণালয়। তবে আমরা মনে করি ভালো ফলাফল পেতে হলে উভয় নীতি সমন্বিত করে পর্যালোচনা করার এখনই উপযুক্ত সময়। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত উভয়ই গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। টেলিযোগাযোগ খাত যেমন উন্নত বিস্তৃত নেটওয়ার্ক কাভারেজ, কম ট্যারিফ এবং উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবা নিয়ে এসেছে, অনুরূপভাবে তথ্য প্রযুক্তি খাতও আউটসোর্সিং, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও এমনকি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারও উৎপাদনের কাজ করেছে।

তবে, ঠিক একই সময়ে উভয় খাতই নানা ধরনের অনিশ্চিত ও সঙ্গতিহীন নিয়মনীতি, মাইক্রো রেগুলেশন্স, ব্যবসায়িক স্বাধীনতা খর্ব, উচ্চহারের কর ইত্যাদির শিকার হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবার জন্য বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রদান, কোন কোনটিতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ করতে না দেয়া, মোবাইল অপারেটরদের সেবা প্রদানে অনুমতি না দেয়া ইত্যাদির ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ নিয়ে চিন্তিত। তীব্র প্রতিযোগিতা, উচ্চ করারোপ এবং কম ট্যারিফের কারণে মুনাফার পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। যদি এই ধারা চলতে থাকে, তাহলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ খাতের স্থায়িত্ব ঝুঁকির সম্মুখীন হবে।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি পর্যালোচনা ২০১২-তে এই সব উদ্বেগের অধিকাংশই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই খাতের টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সমন্বয়ে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপের প্রয়োজন, যা বর্তমানে অনুপস্থিত। এটাকে মাথায় রেখে আমরা কিছু বিষয়ে সুপারিশ করেছি যা কৌশলগত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে– প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা, মোবাইল ফোন নির্ভর আর্থিক সেবা কাঠামো তৈরি, তরঙ্গ বরাদ্দের রোডম্যাপ তৈরি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এ খাত থেকে বাড়তি কর-এর ঝামেলা অপসারণ।

আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদান এবং আন্তর্জাতিক রোমিং ব্যবসা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের আন্তর্জাতিক গেটওয়ে পরিচালনা করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবেন।

অন্যদিকে, টেলিযোগাযোগ খাতের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে সবাই যেন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয় সেজন্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে অবিলম্বে কর সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন ধরনের রেগুলেটরি ফি'র ওপর যে ভ্যাট প্রদান করা হয়েছে সেখান থেকে রিবেট পাওয়ার প্রক্রিয়া চালু করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ডিজিটাল এবং মাল্টিমিডিয়া সেবার সম্ভাবনার কথা এই খসড়া নীতিতে স্বীকৃতি পেয়েছে। সমন্বয়হীনতার কারণে বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা যেমন– মোবাইল আর্থিক সেবা, মোবাইল কমার্স, মোবাইল গভর্ন্যান্স ইত্যাদি তেমনভাবে বিকশিত হচ্ছে না। এর ফলে জাতীয় উন্নয়ন সূচকে তেমন কোনো অবদান রাখতে পারছে না। উদাহরণস্বরূপ– বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক নির্ভর মডেল গ্রহণ করেছে যা মূলত উন্নত দেশের জন্য উপযোগী। কেননা সেখানে ব্যাংক সেবা ঘনত্ব অনেক বেশি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সরকারের উচিৎ হবে মোবাইল অপারেটর নির্ভর অথবা মোবাইল অপারেটর এবং ব্যাংক নির্ভর হাইব্রিড মডেল অনুসরণ করা। যেহেতু এখানে মোবাইল টেলি ঘনত্ব ব্যাংক সেবার তুলনায় অনেক বেশি।

এমটব আশা করে যে, সরকার বৃহত্তর স্বার্থে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে সমন্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে, যাতে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

বাংলাদেশে প্রথমবারেরমতো থ্রিজি যুগে প্রবেশ করল টেলিটক

মো. মুজিবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

মোবাইল টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির তৃতীয় প্রজন্মকে সংক্ষেপে থ্রিজি বলা হয়। থ্রিজি একটি সর্বশেষ এবং মোবাইল হ্যান্ডসেটের জগতে সর্বাপেক্ষা ক্রমবর্ধমান মোবাইল প্রযুক্তি। আগের যেকোন প্রযুক্তির তুলনায় দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা দিতে পারে থ্রিজি। গ্রাহকরা এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিডিও কল করতে পারে। ভিডিও কলের মাধ্যমে গ্রাহকরা তাদের প্রিয়জনদের সাথে ভাগ করে নিতে পারে দৈনন্দিন কোনো গল্প, উদ্‌যাপন করতে পারে জন্মদিন, সম্পন্ন করতে পারে মিটিং, কাজ করতে পারে সহকর্মীর সাথে। এছাড়াও থ্রিজি প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ প্রতিদিন আগের তুলনায় আরো দ্রুত গতির মাধ্যমে সহজেই গান, ছবি ও ভিডিও ডাউনলোড করতে পারছে এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বড় ও উন্মুক্ত বাজার তৈরিতে সাহায্য করছে।

থ্রিজি নেটওয়ার্কভুক্ত যেকোন জায়গায় মোবাইল টিভি সহজেই যোগাতে পারে বিনোদন। বর্তমানে থ্রিজি ব্যবহারকারীগণ বাংলাদেশের ৭টি টিভি চ্যানেল– বিটিভি, চ্যানেলআই, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ও আইপি টিভি যেমন– কার্টুন টিভি, ট্রাভেল টিভি, বলিউড টিভি ইত্যাদি উপভোগ করতে পারছেন।

টেলিটক থ্রিজি সেবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ অক্টোবর ২০১২ সদ্যপ্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের সাথে ফোনে কথা বলার মধ্য দিয়ে দেশের সর্বপ্রথম থ্রিজি সেবা টেলিটক থ্রিজি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্যিকভাবে থ্রিজি সেবা চালু বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করল এবং এর মধ্য দিয়ে মোবাইল ফোন প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা উন্নত দেশগুলোর কাতারে উন্নীত হলো বাংলাদেশ।

দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল অঞ্চল ঢাকা ও চট্টগ্রামের মানুষ এরই মধ্যে টেলিটকের থ্রিজি সেবার আওতায় চলে এসেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার গ্রাহক টেলিটক থ্রিজি ব্যবহার করছে।

টেলিটক গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ রয়েছে। এর মধ্যে আছে প্রজন্ম থ্রিজি, বিজয় থ্রিজি, স্বাধীন থ্রিজি এবং একুশ থ্রিজি। সম্প্রতি স্মার্ট মোবাইল ফোন সেটের সাথে ফ্রি থ্রিজি সিম-এর অফার বাংলাদেশে সব বয়সের মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। টেলিটকের ইন্টারনেট থ্রিজি মডেম "ফ্ল্যাশ"-এর গতি প্রতি সেকেন্ডে ৪ মেগাবাইট পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য গতির এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

থ্রিজি নেটওয়ার্কের প্রধান প্রধান সেবাসমূহঃ

* প্রতি সেকেন্ডে ৪ মেগাবাইট পর্যন্ত উচ্চগতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা
* মোবাইল টিভি
* ভিডিও কলিং
* ভিডিও অন ডিমান্ড
* উন্নত ভয়েস টেলিফোনি
* কনটেন্ট সরবরাহকারীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্যান্য সেবা
* ভিডিও কনফারেন্সিং
* যানবাহনের জন্য পথনির্দেশক
* সিটি সারভেইলেন্স

থ্রিজি ব্যবহার উপযোগী মোবাইল ফোন

অবশ্যই এটিকে একটি স্মার্ট ফোন হতে হবে। তবে স্মার্ট ফোন দামি হলেও একটিমাত্র সেটে একসাথে সব সুবিধা ব্যবহার করা নাও যেতে পারে। কেননা বিভিন্ন মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের পছন্দানুযায়ী নানা ধরনের সুবিধাসম্বলিত ফোন প্রস্তুত করে থাকে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে যেসব মোবাইল ফোনে আর৯৯, এইচএসপিএ, এইচএসপিএ প্লাস রয়েছে সেগুলো থ্রিজি'র ভয়েস সেবার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে ডাটা সেবার ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন সেটেরও নানান ধরন রয়েছে। টেলিটক এরকম বেশকিছু মোবাইল ফোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, যা বিস্তারিতভাবে এর ওয়েবসাইট www.teletalk.com.bd-এ পাওয়া যাবে।

থ্রিজি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে টেলিটক নেটওয়ার্ক ৬৫ লক্ষ গ্রাহককে সেবা দিতে সক্ষম হবে, যার মধ্যে থ্রিজি গ্রাহকই হবে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার।

TeleTalk
আমাদের ফোন

গ্রামীণফোনের পরীক্ষামূলক প্রকল্প “অনলাইন স্কুল”

পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুলের অভাব এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারছে না বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। এমতাবস্থায় সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণফোন একেবারেই সাধারণ অথচ যুগান্তকারী ধারণা “অনলাইন স্কুল” নিয়ে এগিয়ে আসে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে। অনলাইন স্কুল সত্যিই এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। বাংলাদেশে এটা যদি সাফল্যের সাথে পরিচালনা করা যায় তাহলে আমাদের শিক্ষার মানই শুধু বাড়বে না ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকেও আরো একধাপ এগিয়ে যেতে পারব আমরা। এই কার্যক্রম প্রমাণ করেছে যে, মোবাইল সংযোগ কিভাবে প্রথাগত পদ্ধতিকে অতিক্রম করে মৌলিক চাহিদাগুলো পৌঁছে দিতে পারে সাধারণ মানুষের দ্বারপ্রান্তে।

জাগো'র রায়ের বাজারস্থ প্রধান কার্যালয় থেকে ওয়েবেক্স সিস্টেমের মাধ্যমে একজন শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন আর এই “অনলাইন স্কুল” পরিচালনা করছেন একজন মডারেটর।

ইন্টারনেট– শক্ত ভিতের অবকাঠামো

অনলাইন স্কুল আধুনিক প্রযুক্তির এক সহজ পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি শ্রেণীকক্ষ তৈরি করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশুদের পাঠদান করা হয়। অনলাইন স্কুলের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি শ্রেণীকক্ষকে ঢাকার একটি শ্রেণীকক্ষের সাথে অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়, এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিয়োগকৃত একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় ঢাকার একজন শিক্ষক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পাঠদান করে থাকেন।

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা হোক সুনিশ্চিত

বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্কুলটি গ্রামীণফোন ও জাগো ফাউন্ডেশনের যৌথ সহযোগিতায় গত ডিসেম্বরে রাজধানীর উপকণ্ঠ টঙ্গিতে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এটি একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে চালু আছে, এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে এটা শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করবে না বরং এসব অঞ্চলে শিক্ষকতার মানোন্নয়নেও সাহায্য করবে। বর্তমানে দু'টি শাখায় মোট ৮০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এই স্কুলে।

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

বর্তমানে জাগো ফাউন্ডেশন ঢাকার বিভিন্ন বস্তিতে বসবাসরত ৬০০ শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলের ৩টি শাখা পরিচালনা করছে। দারিদ্র্যসীমার আন্তর্জাতিক সূচক অনুযায়ী যেসব পরিবারের গড় আয় দৈনিক ১ মার্কিন ডলারের নিচে সেসব পরিবারের ৪ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুরা এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গবেষণা মতে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। প্রায় ৯১ শতাংশ শিশু সরকারের বিনামূল্যে বই বিতরণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে।

অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত

তথাপি ৫০ শতাংশ শিশু ঝরে যায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার আগেই। যেসব শিশুরা কাজ করে, প্রতিবন্ধী, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে বাস করে কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে সেসব শিশুদের জন্য প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া সত্যিই কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশে প্রতি ৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র ১ জন করে শিক্ষক। জাগো ফাউন্ডেশন মনে করে যে, অনলাইন শ্রেণীকক্ষের এই উদ্যোগ বাংলাদেশের আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

মজায় মজায় শেখা

টঙ্গির স্কুল শাখা অনুযায়ী একজন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থেকে পাঠদান করেন, যখন ঢাকার রায়ের বাজারে অবস্থিত জাগো'র প্রধান কার্যালয় থেকে আরেকজন শিক্ষক অনলাইনে ওয়েবেক্স সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠদান করেন তখন শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত শিক্ষক তা সমন্বয় করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বই ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষার এই অভিনব সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দের সাথে শিক্ষালাভ করতে পারে।

যুগান্তকারী এই উদ্যোগের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তা প্রয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে গ্রামীণফোনের।

grameenphone

দ্য মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৩

উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন

MOBILE WORLDCONGRESS
Barcelona | 25 – 28 February 2013

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

আমি অতীতে অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জিএসএমএ-এর বার্ষিক সম্মেলন "মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৩"-এ অংশগ্রহণ আমার জীবনের স্মরণীয় মূহূর্তগুলোর অন্যতম হয়ে থাকবে।

প্রতিবছরের মতো এবারও মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার দিনের এই মহাসম্মেলন আয়োজিত হয়েছে ফিরা গ্রান ভিয়া নামের নতুন একটি ভেন্যুতে। এবারের থিম ছিল 'নিউ মোবাইল হরাইজন'।

এবারের সম্মেলনে প্রায় ২০০টি দেশের ৭২,০০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বিশ্লেষক এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে আগত উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণ। এই সম্মেলন জ্ঞান আহরণের এবং পরস্পরকে জানার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় বিশ্ববাসীর সামনে নতুন পণ্য তুলে ধরা ও তার ঘোষণা দেয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে। এর পাশাপাশি যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা এবং দেখিয়েছে উদ্ভাবনের নতুন পথ।

এ বছরের কংগ্রেসে যেসব থট লিডার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে উচ্চমানের প্রবন্ধ উপস্থাপনের পাশাপাশি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়েছে। প্রায় ১৫০০-এর বেশি প্রতিষ্ঠান তাদের অত্যাধুনিক পণ্য ও প্রযুক্তির প্রদর্শনী করেছে। এছাড়াও এই খাতের সফলতা ও অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ গ্লোবাল মোবাইল অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়েছে।

এবারের মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে বাংলাদেশ থেকেও অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন। মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এবং সাংসদ অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধিদলও এতে উপস্থিত ছিলেন। এই দলের অন্যান্য সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি-এর অন্যান্য উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণ। তাঁরা শুধু অংশগ্রহণই করেননি বরং মন্ত্রণালয়ের সভাসহ আরো অনেক ফোরামে বিশেষভাবে অংশ নেন। এছাড়াও বাংলাদেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং প্রধান কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তারাও মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

এবারের মোবাইল কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল লিডারশিপ সামিট ও নতুন কিছু প্রযুক্তির প্রদর্শন। নিম্নে কয়েকটি আয়োজন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন (এনএফসি)

এবারের মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল নিয়ার ফিল্ড কমিউকেশন বা এনএফসি। মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস মেলায় আগত দর্শনার্থী, পণ্য প্রদর্শনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরবরাহকারীদের এনএফসি প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যাপক সুযোগ করে দেয়। দর্শনার্থীরা এনএফসি প্রযুক্তিসম্বলিত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নানা ধরনের তথ্য আহরণ ও লেনদেন কার্যক্রম সম্পাদন করে।

আমাদের জীবনকে সহজ করতে এনএফসি প্রযুক্তি সম্বলিত মোবাইল ফোনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধুমাত্র স্পর্শের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত নানা ধরনের কার্যক্রম নিরাপদে সম্পাদন করা সম্ভব। বেশ কয়েক বছর ধরে এনএফসি প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

উন্নয়নের জন্য মোবাইল

জিএসএমএ মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস হচ্ছে বিশ্বের মোবাইল ফোন খাতের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী। মোবাইল খাতের বয়স মাত্র ৩০ বছর হলেও এর ক্রমবর্ধমান গতি ইতোমধ্যেই বিশ্বের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। বর্তমানে এককভাবে বিশ্ব জিডিপি-তে মোবাইল অপারেটরদের অবদান ১.৪ শতাংশেরও বেশি। এই সম্মেলনে পরবর্তী ৫ বছরে এই খাতের প্রবৃদ্ধি কেমন হবে তাও নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যে ৩.৯ বিলিয়ন (বর্তমানে ৩.২ বিলিয়ন) গ্রাহক বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে পরবর্তী ৫ বছরে মোবাইল ইকোসিস্টেম বিশ্ব জিডিপি-তে ১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অবদান রাখতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১২ সালে প্রায় ৮ মিলিয়ন লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মোবাইল খাত বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরকারি তহবিলে প্রদান করেছে, যা ২০০৮ সালের থেকে ৩২ শতাংশ বেশি।

আইটিইউ সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামাদুন টুরে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকশেষে ছবির জন্য পোজ দিচ্ছেন।

২০১২ সালে যে পরিমাণ মোবাইল ডাটা আদান প্রদান হয়েছে তা ছিল বিগত বছরগুলির সম্মিলিত মোবাইল ডাটা আদান প্রদানের চেয়েও বেশি। আগামী ৫ বছরে এটি বার্ষিক ৬৬ শতাংশ হারে বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই চাহিদা মেটাতে ২০১৭ সাল নাগাদ মোবাইল ফোন খাত ১.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। এছাড়াও ২০১৭ সালের মধ্যে মোবাইল ব্রডব্যান্ড সংযোগ ১.৬ বিলিয়ন থেকে ৫.১ বিলিয়নে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

মোবাইল সংযোগ কিভাবে বিশ্বের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সে সম্পর্কে বলেন জিএসএমএ-এর প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মাইকেল ও'হেরা। তিনি বলেন "পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ প্রতিদিন মোবাইল সেবা ব্যবহার করছে। মোবাইল ফোন সেবা ও তা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের জীবনকে করেছে খুব সহজ ও

স্বাচ্ছন্দ্যময়।" এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে, মোবাইল সংযোগের সঠিক ব্যবহার বর্তমান মানব সমাজের অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করছে। যেমন- স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি পালনে সহায়তা প্রদান করছে, ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরোধিতা করা ছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

স্মার্টফোনে ফায়ারফক্স অপারেটিং সিস্টেম চালু করবে মজিলা

মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের প্রথম দিনে স্মার্টফোনে ফায়ারফক্স অপারেটিং সিস্টেম চালু করার ঘোষণা দেয় মজিলা ফায়ারফক্স।

বার্সেলোনায় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও এমএনও-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি।

ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকরা যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হয় এই সিস্টেম ব্যবহার করে তা বহুলাংশে হ্রাস করা যাবে। মজিলা আশা করছে যে, মোবাইল ডিভাইসের সাথে মানুষের ইন্টারেক্ট করার উপায়গুলোর মধ্যে বড় পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত হবে এই নতুন অপারেটিং সিস্টেমটি। এটি ওপেন ওয়েব ভিত্তিক সিস্টেম, যার অর্থ এতে এইচটিএমএল৫- ভিত্তিক অনেক অ্যাপস থাকবে। যেমন- ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে ভিজিট করা যাবে, খোলা ও বন্ধ করার সময় সাময়িকভাবে এটি অ্যাপস হিসেবে থাকবে। এটি মোবাইলকে একটি ব্রাউজারের রূপ দিয়েছে। মজিলা বলছে ফায়ারফক্স ফোন হবে বিশ্বের প্রথম "ওপেন ওয়েব ডিভাইস"।

মোবাইল পলিসি হ্যান্ডবুক

'জিএসএমএ মোবাইল পলিসি বুক: অ্যান ইনসাইডার্স গাইড টু দ্যা ইস্যু' মোবাইল খাতের নানা ধরনের নীতি ও অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। এই বইটির বিশেষ সংস্করণ প্রধান সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মিনিসট্রিয়াল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ।

মিনিসট্রিয়াল সামিট

চার দিনের এই সম্মেলনে বেশকিছু মিনিসট্রিয়াল সামিট অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মোবাইল ফোন সমাজে পরিবর্তনমূলক প্রভাব বিস্তার করছে এমন আলোচনা হয় এশিয়া প্যাসিফিক এর "কানেক্টিং এশিয়া থ্রু মোবাইল" শীর্ষক সম্মেলনে। একটি সেশনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস "প্রিপেয়ারিং ফর নিউ এইজ কানেক্টিভিটি ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

জিএসএমএ লিডারশিপ সামিট ২০১৩

জিএসএমএ-এর লিডারশিপ সম্মেলন একটি অনন্য আয়োজন। এখানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং সারা বিশ্ব থেকে আগত মন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে এই খাতের অগ্রাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। সারা বিশ্ব থেকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ও মোবাইল অপারেটরদের বোর্ড সদস্য, বিক্রেতা, মন্ত্রী এবং সরকারি উর্ধ্বতন প্রতিনিধিসহ ৫০০ অংশগ্রহণকারী এ বছরের সম্মেলনে একত্রিত হয়েছেন। "মোবাইল: ক্রিয়েটিং নিউ ভ্যালু" থিমটিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মোবাইল খাতের অর্থনীতি, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবন বিষয়ে আলোচনা করেন। গ্রাহক, ব্যবসা এবং সরকারি খাতের ভ্যালু বাড়িয়ে মোবাইল ইকোসিস্টেম কিভাবে অর্থনৈতিক সংযোগ তৈরি করছে সে সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন।

গ্লোবাল মোবাইল অ্যাওয়ার্ডস

মোবাইল খাতের উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনকে স্বীকৃতি দিতে জিএসএমএ গ্লোবাল মোবাইল অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। এই বছর জিএসএমএ ৩৭টি বিভাগে অ্যাওয়ার্ডের জন্য ৬০০ মনোনয়ন দেয়। এটি গ্লোবাল মোবাইল অ্যাওয়ার্ডস-এর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সম্মাননা প্রদানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং মোবাইল অপারেটর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নিরপেক্ষ বিচারক প্যানেলের মাধ্যমে অ্যাওয়ার্ডস বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখে ১৮তম বার্ষিক গ্লোবাল মোবাইল অ্যাওয়ার্ডস-এ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। অন্তর্জাতিকভাবে মোবাইল খাতে অর্থায়নকারী এবং ভ্যালু অ্যাডেড সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মাহিন্দ্র কমভিভা বাংলাদেশ রেলওয়ের এমটিকেটিং-এর জন্য বেস্ট কাস্টমার মোবাইল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডস লাভ করে ।

মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে মিনিস্ট্রিয়াল প্রোগ্রামে "প্রিপেয়ারিং ফর নিউ এইজ কানেক্টিভিটি ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস।

বিশ্বজুড়ে মোবাইল **ফোন গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৭০০ কোটি**

বিশ্ব অর্থনীতিতে মোবাইল খাতের অবদান ব্যাপক। ২০১২ সালে বিশ্ব জিডিপি-তে মোবাইল অপারেটরদের অবদান **১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার যা বিশ্ব জিডিপি'র প্রায় ১.৪ শতাংশ**

মোবাইল ফোনের ব্যবহার **১ শতাংশ বৃদ্ধিতে** বাংলাদেশের জিডিপি-তে **যুক্ত হয় ০.১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি**

ইন্টারনেট বিস্তৃতি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন ধরনের নতুন ব্যবসার বার্ষিক হার বৃদ্ধি পায় ১ শতাংশ; এই প্রবৃদ্ধির ফলে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে **১২৯,০০০ এরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে**

বিশ্বের মোবাইল সংযোগ ও ব্যবহারকারীর **প্রায় ৫০ শতাংশই** এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের এবং ২০১৭ সাল পর্যন্ত এটি বজায় থাকবে

২০২০ সালের মধ্যে ইন্টারনেট বাংলাদেশের **মোট জিডিপি'র ২.৬ শতাংশ** অবদান রাখতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে

চিত্রাবলী

এমটব-এর বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব মেহবুব চৌধুরী ও ভাইস চেয়ারম্যান টোরে জনসন-এর সম্মানে আয়োজিত বিদায়ী অনুষ্ঠানে এমটব-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১৩-এর অভিষেক অনুষ্ঠান।

এমটব সদস্যদের কার্যক্রম

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd